এক নজরে বর্তমান সরকারের সাফল্য

দেখতে দেখতে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এক বছর পূরণ হল। কালের হিসেবে এ সময় অতি সামান্য হলেও এরই মধ্যে জাতীয় জীবনে ঘটে গেছে অসাধারণ অনেক ঘটনা। এসেছে অনেক অবিশ্বাস্য পরিবর্তন। দেশের জনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিসহ সকল সেক্টরে এসেছে বহু ইতিবাচক রিবর্তন। তাই ১১ জানুয়ারিকে এখন শুধু একটি দিবস হিসেবে মনে করা হয় না। টা দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের প্রতীক। কটি অসহনীয় ও অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে জাতিকে মুক্তি দেয়ার জন্য বর্তমান ত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। অস্বস্তিকর এবং অসহনীয় বলছি এজন্য যে, াটা জাতি তখন অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল। জান-মালের নিরাপত্তাহীনতা, রাজনৈতিক নাহানি, বিভেদ-বিরোধ, সন্ত্রাস-সংঘর্ষ, মারামারি, হরতাল, ধর্মঘট, ঘেরাও, জ্বালাও-ড়াওসহ সার্বিক পরিস্থিতি এমন চরমে পৌঁছেছিল যা মনে হলে এখনো আঁতকে উঠে তিটি বিবেকবান মানুষ।

শের মানুষ এ অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তির প্রহর গুণছিল ঠিকই, কিন্তু কোনো উপায় জে পাচ্ছিল না। সবশেষে ১/১১ পট পরিবর্তনের পর হাফ ছেড়ে বাঁচে গোটা জাতি, নমনে শান্তি ও স্বস্তি ফিরে আসে। বিগত এক বছরে বাংলাদেশে যা ঘটেছে তা ছিল বার জন্য অকল্পনীয়, অসাধারণ। এর মধ্যে রাজনীতিকে কালো টাকা ও পেশীশক্তির হুগ্রাস থেকে মুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাকিং তসহ সকল অর্থনৈতিক খাতে স্বচ্ছতা, সততা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার উদ্যোগ য়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশনসহ শের প্রায় সকল মুখ্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক সংস্কার আনা হয়েছে। জনগণের জন্য ায় বিচার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে নির্বাহি বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক রা হয়েছে। সেবা খাতে এসেছে গুণগত পরিবর্তন। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্ভিস লিভারি সিস্টেম স্বচ্ছ করা হয়েছে। কমানো হয়েছে জনভোগান্তি। একই সাথে র্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে পর পর দু'টি বন্যা আর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় সিডরকে াকাবিলা করতে হয়েছে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে দেশের কৃষি অর্থনীতি। এরপরও সরকার সকলের সহযোগিতা নিয়ে আবারও ঘুরে দাঁড়ানোর ষ্টা করেছে। জাতি নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছে।

কটি সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতা নিরূপণের জন্য এক বছর সময় যথেষ্ট নয়। নানা তিকূলতা সত্ত্বেও বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিভিন্ন খাতে অনেক গুণগত পরিবর্তন নতে সক্ষম হয়েছে। সরকার গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে বিষ্যতে দেশ আরো এগিয়ে যাবে। বিগত এক বছরে দেশের বিভিন্ন খাতে উন্নয়নের ত্র সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

স্কার

১ নভেম্বর ২০০৭ তারিখ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ কার্যকর হয়েছে। দুই াসে ৮৩,০৯১টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। মোট ৪১ টি অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।

নবগঠিত নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করে। রোডম্যাপ অনুযায়ী তোমধ্যে দুই কোটি নাগরিক ছবিযুক্ত ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছেন। গণ-প্রতিনিধিত্ব াদেশ ১৯৭২ সংশোধন, নির্বাচনকালে অনুসরণীয় আচরণবিধি এবং রাজনৈতিক লের নিবন্ধন বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

□ নিম্নতম মজুরি বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়েছে। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৫০০ টাকা ার্য করা হয়েছে। দেশের পাঁচ হাজার গার্মেন্টস শিল্পের মধ্যে ৪৯৬৮টিতে ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়িত হয়েছে।

□ পুনর্গঠিত দুর্নীতি দমন কমিশন এ পর্যন্ত সাবেক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তাসহ গুরুত্বপূর্ণ ১৪১ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করেছে। এসব মামলার মধ্যে ১৮টির রায় হয়েছে, ৫৩টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে এবং ৬৯টি মামলার অভিযোগপত্র আদালতে দাখিল করা হয়েছে।

□ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এবং কোষাধক্ষ্য নিয়োগে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য সার্চ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

□ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদই পুনর্গঠন করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির বাস্তবায়ন এগিয়ে চলছে।

□ বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠন করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

□ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৫,৭০,৫৯৩ জনশক্তি রপ্তানি করা হয়েছে।

□ ১৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এক বছরে ৬,৪৭৯ জন শ্রমিককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

□ দেশে-বিদেশে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নতুন নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন ট্রেডে ১ লাখ ২০ হাজার যুব ও যুব মহিলাকে প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে প্রায় ৪৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

□ সচিবালয় নির্দেশমালা ২০০৭ প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ওএসডি কর্মকর্তার সংখ্যা ৪৬৮ থেকে ৯৮ জনে কমিয়ে আনা হয়েছে। প্রশাসনে গতিশীলতা আনতে ২,৬৮৫ জন কর্মকর্তাকে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

সেবা খাত

□ সরকারের সব ধরনের সেবা জনগণ কখন, কোথায়, কীভাবে পাবে তা জানাতে প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় সিটিজেন চার্টার টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে।

□ জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি ভূমি-রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর থেকে মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান-বিক্রয়ের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

□ সংবাদপত্রসেবীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ষষ্ঠ ওয়েজ বোর্ড রোয়েদাদ ঘোষণা করা হয়েছে। চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়েছে। চলচ্চিত্র থেকে অশ্লীলতা নির্মূলে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।

□ বীরশ্রেষ্ঠ ফাইট লেফটেনেন্ট মতিউর রহমান এবং বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহি মোহাম্মদ

য়ছিল। সার্বিকভাবে ত্রাণসামগ্রী রবহণ এবং বিতরণে সামরিক হিনী অত্যন্ত সুচারুরূপে দায়িত্ব লন করেছে। বিভিন্ন এনজিও বং বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গও তিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য এগিয়ে সেছে। দুর্গত এলাকার জনগণকে হায়তা প্রদানে দেশের অন্যান্য ংশের জনসাধারণের এগিয়ে সার এ সামাজিক দৃষ্টান্ত বিশ্বে রল। এদৃষ্টান্ত বিশ্ববাসীর কাছে ত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং জাতিগত ক্যের বন্ধন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

র্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা এবং ভবিষ্যৎ দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকার বেশকিছু র্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এসকল পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ক্ষতিগ্রস্তদের নর্বাসনে যেমন কার্যকর ভূমিকা রাখবে একই সাথে ভবিষ্যৎ দুর্যোগ মেকাবিলায়ও হায়ক হবে।

দুর্যোগের পূর্বাভাস ব্যবস্থার উন্নয়ন : ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এবং শ্বব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি য়েছে। আমাদের দেশকে প্রতি বছরই কোনো না কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ াকাবিলা করতে হচ্ছে। এ অবস্থায় দুর্যোগের পূর্বাভাস ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে র্যোগ মোকাবিলায় পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করে জানমাল রক্ষার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে ব। এ লক্ষ্যে দুর্যোগের পূর্বাভাসের উন্নয়নে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় কটি বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস সহজকরণ এবং াধুনিকায়নের জন্যও এ মন্ত্রণালয় থেকে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সরকারের অর্থায়নে র্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচিকে (Cyclone Preparedness Programme-CPP) ক্তিশালী করা হচ্ছে।

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ : অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীকে প্রধান করে গঠিত মিটির ১৯৯৩ সালে প্রদত্ত সুপারিশ মোতাবেক উপকূলীয় এলাকায় ২০০০ ঘূর্ণিঝড় শ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। বর্তমানে এ এলাকায় ১৮০০ আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে। শেষজ্ঞগণ এ পরিকল্পনাধীন আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের ডিজাইন প্রস্তুত করছে। একই থে পশুসম্পদ রক্ষায় আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়কেও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা চ্ছে।

। প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ: জলোচ্ছ্বাস থেকে জানমাল, সম্পদ ও ফসল রক্ষায় ষাটের শকে দেশের উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল। সরকারের সম্পদের ামাবদ্ধতার জন্য এ সকল বাঁধ যথাযথভাবে সংস্কার ও মেরামত করা সম্ভব হয়নি। এ াড়াও বেশকিছু চর বা দ্বীপে নতুনভাবে বাঁধ নির্মাণ করা প্রয়োজন। বিষয়টির প্রতি রুত্ব দিয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়াধীন পানি উন্নয়ন বোর্ড উপকূলীয় এলাকার বাঁধ ংস্কার এবং নতুন বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করছে।

। বনায়ন কর্মসূচি : ঘূর্ণিঝড় সিডরের আঘাতে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত বিশ্বের হত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সুন্দরবন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ন উপকূলীয় বিশাল একটি অঞ্চলের জনগণের জন্য জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ের বিরুদ্ধে াকৃতিক প্রতিরোধ হিসেবে কাজ করছিল। ফলে আগামীতে যেকোনো ঘূর্ণিঝড় বা

দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 11 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২